দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শহীদানের গ্রামে গ্রন্থাগার

মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদান এবং গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ঠগণের নামে তাহাদের জন্মস্থানে প্রতিষ্ঠা করা হইবে গ্রন্থাগার ও জাদুঘর। এই মহতি উদ্যোগটি গ্রহণ করিয়াছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। যৌথবাহিনীর সহযোগিতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করিবে স্থানীয় সরকার বিভাগ। মাস ছয়েকের মধ্যে প্রস্তাবিত গ্রন্থাগারগুলি চালু করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। সরকারের এই উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। মাতৃভাষার মর্যাদা এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা জীবন দিয়াছেন, তাঁহাদের মহিমান্বিত স্মৃতির প্রতি সমান প্রদর্শনের নিঃসন্দেহে ইহাই উৎকৃষ্টতম পন্থা। ব্যক্তি ও জাতির জীবন বিকাশে গ্রন্থাগারের কোন বিকল্প নাই। গ্রন্থাগার মানে সঞ্চিত জ্ঞান ভান্ডার, যাহার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে উন্মোচন ঘটিতে পারে নবদিগন্তের। গ্রন্থাগার এমন এক ভান্ডার যেখানে রহিয়াছে আলোকিত জীবনের পাথেয়। বলাই বাহুল্য, মায়ের ভাষা এবং দেশমাতৃকার জন্য যে বীর শহীদান অকাতরে জীবন দিয়াছেন, তাঁহাদের চরম আত্মত্যাগ পরিপূর্ণ সার্থকতায় মন্ডিত হইবে তখনই যখন বিকাশ ঘটিবে একটি জ্ঞাননির্ভর আলোকিত সমাজের।

বস্তুতপক্ষে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জমাট অন্ধকার ঘুচাইয়া আলোর পথ নির্মাণ করিতে সর্বাগ্রে যাহা প্রয়োজন তাহা হইল বই এবং বই। বই মানুষের মনের জানালা খুলিয়া দেয়, মানুষের জীবন কর্ষণ করিয়া জাগ্রত করে শস্যের সম্ভাবনা। পড়া ছাড়া এইরূপ আর কিছুতেই সম্ভব নয়। আল্লাহতায়ালা রাসূলের (সাঃ) নিকট সর্বপ্রথম যে বাণী প্রেরণ করেন তাহা হইল, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল লাছি খালাক্। অর্থাৎ পড় তোমার প্রভুর নামে। এই বাণীর তাৎপর্য এই যে, পড়া বা পাঠ করা মানুষের জন্য অপরিহার্য। বই এমন এক ধন্যাগার যেখানে লুকায়িত জগতের যাবতীয় জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা। বই পড়ার মধ্য দিয়া মানুষ হইয়া উঠে স্বশিক্ষিত। প্রসঙ্গত বলা বাঞ্ছনীয় যে, একাডেমিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ডিগ্রি অর্জন করেন। সেই শিক্ষা কখনই পূর্ণতা পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সহিত স্বশিক্ষা যুক্ত না হয়। একজন স্বশিক্ষিত মানুষ বোধগম্য কারণেই হইয়া থাকেন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। তাহার দৃষ্টিভঙ্গি হয় প্রসারিত এবং ইতিবাচক। তিনি হন যুক্তিবাদী এবং বিবেক শাসিত। তিনি নিজের জন্য যেমন কল্যাণের পথ চিনিয়া লইতে পারেন, তেমনই অন্যকেও দিতে পারেন সঠিক পথের দিশা। যে সমাজে এইরূপ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যতবেশী, সেই সমাজ ততবেশী সংহত, সমন্বিত এবং গতিশীল।

একাডেমিক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ ডিগ্রি অর্জন করেন। সেই শিক্ষা কখনই পূর্ণতা পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার সহিত স্বশিক্ষা যুক্ত না হয়। একজন স্বশিক্ষিত মানুষ বোধগম্য কারণেই হইয়া থাকেন আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন। তাহার দৃষ্টিভঙ্গি হয় প্রসারিত এবং ইতিবাচক। তিনি হন যুক্তিবাদী এবং বিবেক শাসিত। তিনি নিজের জন্য যেমন কল্যাণের পথ চিনিয়া লইতে পারেন, তেমনই অন্যকেও দিতে পারেন সঠিক পথের দিশা। যে সমাজে এইরূপ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যতবেশী, সেই সমাজ ততবেশী সংহত, সমন্বিত এবং গতিশীল।

মানুষকে বই পড়ার সুযোগ এবং বই পাঠে উৎসাহিত করিতে পাঠাগারই রাখিতে পারে সর্বাধিক কার্যকর ভূমিকা। একটা সময় ছিল, যখন আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে স্থানে স্থানে পাঠাগার গড়িয়া তুলিবার প্রবণতা ছিল। ব্রিটিশ আমলেও শহরাঞ্চলের পাড়ায় মহল্লায় এমনকি অনেক বর্ধিষ্ণু পল্লীতেও পাবলিক লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিবার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠনে, জনসচেতনতা তৈরীতে সে পাঠাগারগুলি রাখিয়া গিয়াছে বিরাট ভূমিকা। শিক্ষিত যুবকরা মিলিতভাবে ভাল কাজ বলিতে সর্বাগ্রে তখন পাঠাগার স্থাপনের কথাই ভাবিতেন।

চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকে পাড়া-মহল্লার শিক্ষিত লোকেরা, বিশেষ করিয়া তরুণরা নিজেরাই চাঁদা দিয়া বাড়ি বাড়ি হইতে পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া পাঠাগার গড়িয়া তুলিতেন। বিশেষতঃ শহরাঞ্চলে তখন প্রায় প্রতিটি পাড়া বা মহল্লায় পাঠাগার ও ব্যায়মাগার থাকিত। পাকিস্তান আমলে উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলিতে গেলে বহুই হইয়া যায়। সেইকালে এইসব পাঠাগার হইতে শিক্ষিত গৃহবধূরাও বই নিয়া পাঠ করিতেন। সেই চল এখন উঠিয়াই গিয়াছে প্রায়। পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা লোকে ভুলিতে বসিয়াছে।

পাড়ায়-মহল্লায় পাঠাগারতো দূরের কথা, স্কুল-কলেজে যে নামমাত্র লাইব্রেরী আছে, তাহার চর্চাও একালে তেমন নাই। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীর তাকে ধূলির আস্তরণ পড়িয়া গিয়াছে, যদিও বছর বছর বই কিনিবার জন্য অনুদান মিলিয়া থাকে। জানা যায় বই না কিনিয়া অসাধু পথে সংগ্রহ করা হয় বই কিনার রশিদ। সরকারের দেওয়া বই বাবদ সাবসিডি এভাবেই দুর্নীতির কবলে পড়িয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার। সময় আসিয়াছে দেশে পাঠাগার আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার। বিশেষ করিয়া নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত। সরকারী উদ্যোগে ছোট-বড় গণপাঠাগার স্থাপনের পাশাপাশি পাড়ায়-মহল্লায় স্থানীয়ভাবেও লাইব্রেরী গড়িয়া উঠিতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের নামে স্থানীয়ভাবেও লাইব্রেরী গড়া যায়। এ ব্যাপারে এলাকার শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তিদের আগাইয়া আসা উচিত। এইক্ষেত্রে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রেরও একটা কার্যকর ভূমিকা রাখিবার সুযোগ রহিয়াছে। আমরা যে সুন্দর সমাজের স্বপ্ন, যে জ্ঞান-নির্ভর সমাজের কথা বলি, কাঙ্ক্ষিত সেই সমাজ বিনির্মাণের জন্য গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়িয়া তোলা খুবই প্রয়োজন। বিষয়টির প্রতি আমরা সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।